ইতিহাসের মনোরথ

কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ইতিহাসের ম্যাগাজিন

(২০১৮-২০১৯)

তত্ত্বাবধায়কঃ

ইতিহাস বিভাগ, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক তপোবন ভট্টাচার্য্য,
অধ্যাপক আকতাব-উদ্দিন শেখ

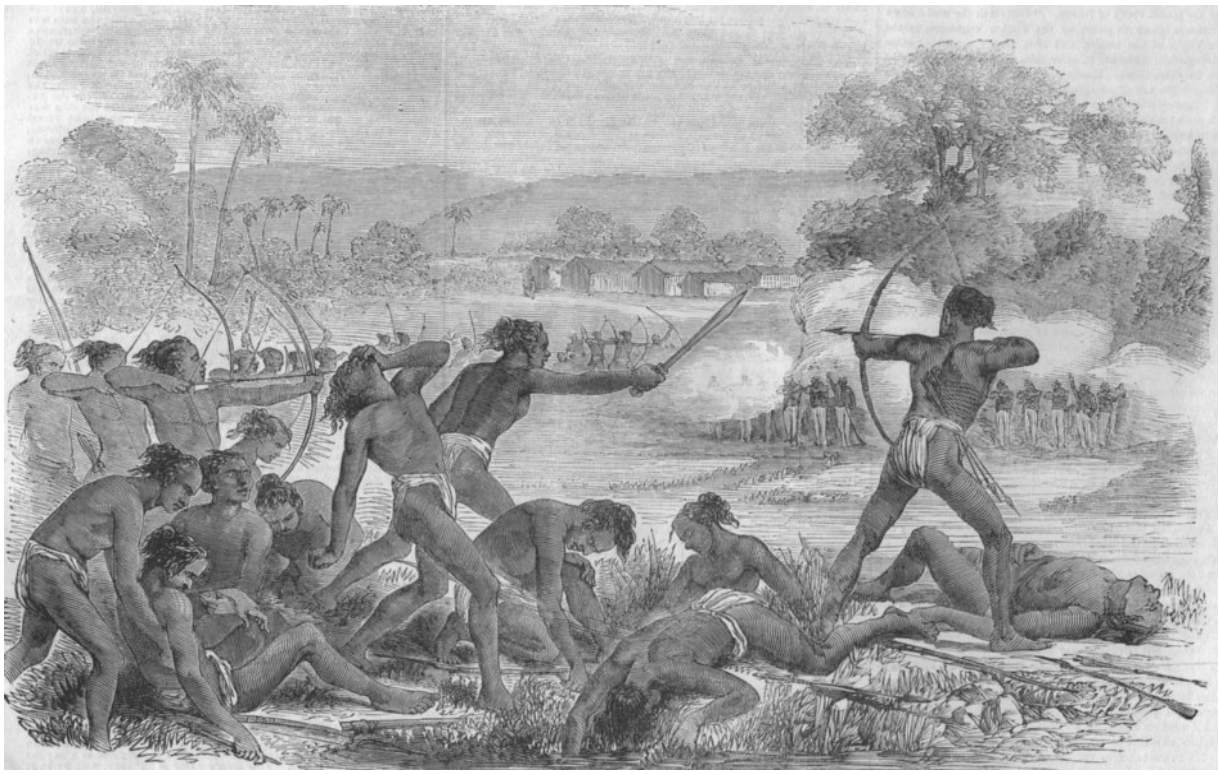

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ সাল)

বিদ্রোহী নেতা সিদহো ও কানহো

সাঁওতালরা ছিল বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের প্রাচীন অধিবাসি। এরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয়, বিনিময় প্রথা ভিত্তিক কৃষিজিবী জনগোষ্ঠী। ভাগলপুরে রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তদেশে বনভূমি পরিষ্কার করে বসবাস করত। এটি দামিন-ই-কোহ নামে পরিচিত যার অর্থ হল- পাহাড়ের প্রান্তদেশ। ইংরেজদের চাপে তারা ১৮১১ থেকে ১৮৮১ এর মধ্যে সাতবার বিদ্রোহ করে, এর মধ্যে ১৮৫৫ এর বিদ্রোহ ছিল সবথেকে ব্যাপক।

সাঁওতাল বিদ্রোহের কয়েকটি বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ বিদ্রোহীদের ঐক্য এবং সংগঠন,শাল গাছের মারফৎ যেভাবে বিদ্রোহের আগুন যেভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সাংগঠনিক ঐক্যের স্বাক্ষর বহন করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই বিদ্রোহে ধর্মীয় অনুশাসন গুরুত্বপূর্ন ছিলো। সিধহো,কানহো'র ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ সাঁওতালদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ আদিবাসীদের জীবনে দলপতিদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, তাই বিদ্রোহের নেতাদের নিয়ন্ত্রন এবং আদেশ ছিল চূড়ান্ত।মাঝি,সর্দার,পরগনাইতদের সুদৃড় নেতৃত্ব সাঁওতাল বিদ্রোহকে তীব্র করে তুলেছিল।

চতুর্থতঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্য আদিবাসী বা কৃষক বিদ্রোহের তুলনায় ছিলো অনেক বেশী জঙ্গী এবং হিংসাত্মক।সাঁওতালরা যেভাবে মহাজন,ব্যবসায়ীদের যেভাবে হত্যায় সামিল হয়েছিল তা ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃস্টি করেছিল ।কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে তারা মূলত তাদের অত্যাচারীদের ওপরই খড়গ হস্ত হয়েছিল। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কামার,কুমোর,তেলি,নাপিতরা উপরন্তু বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। এমনকি জোলা বাঁ মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমানরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল ।

পঞ্চমতঃ ডঃ রণজিৎ গুহ সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের নিজেস্ব চেতনা অন্যদিকে গুজবের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁর মতে গুজব ছিল *'carrier of insurgency'* যদিও ডঃ বিনয় ভূষণ চৌধুরির মতে এই গুজব ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী, এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিলো না।

সংকলকঃ **বঙ্কিম নস্কর, দ্বিতীয় বর্ষ**